প্রাচীন গীত

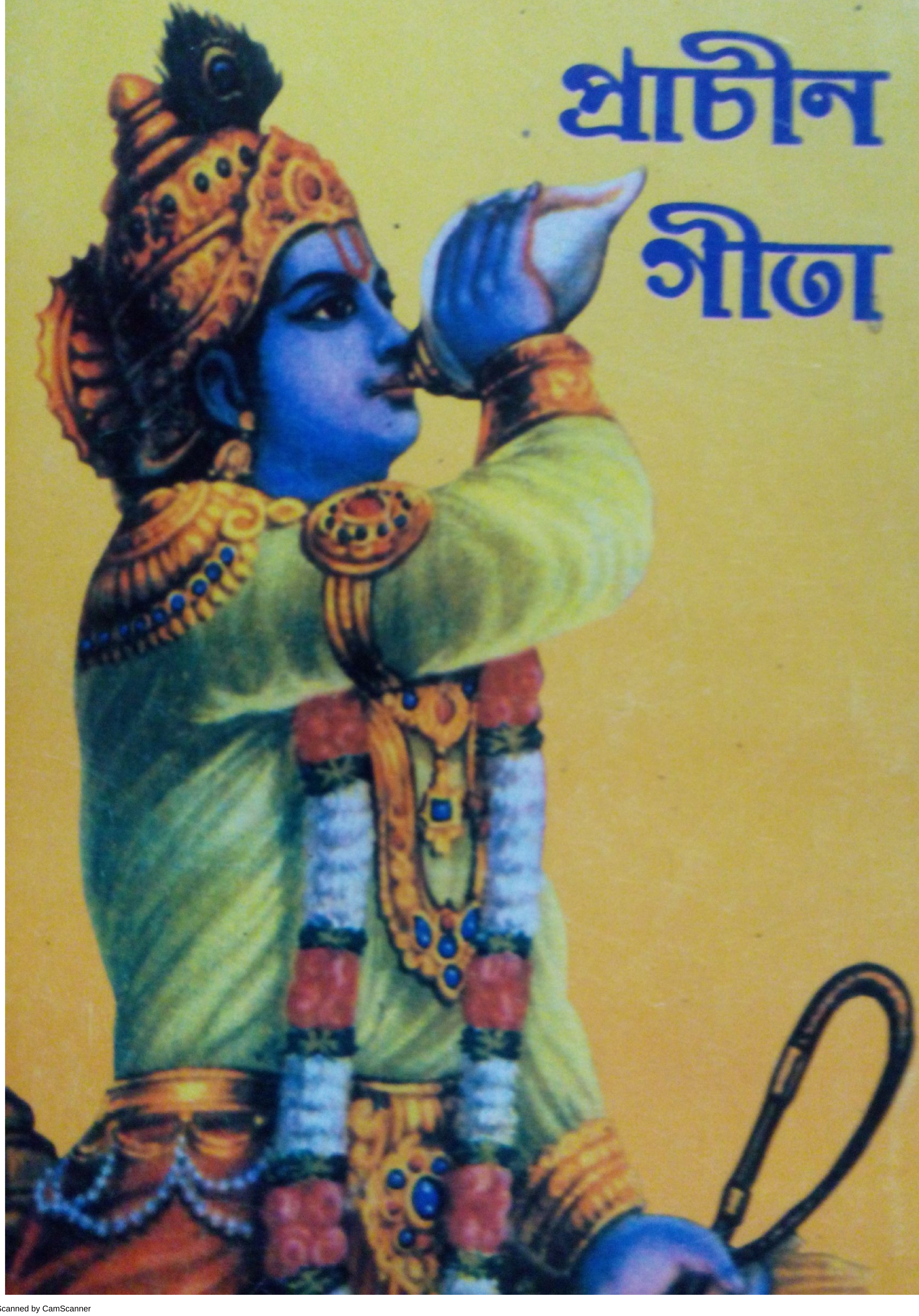

Scanned by CamScanner

ওম্

প্রাচীন গীতা

সংকলনকর্তা ঃ

ডঃ উদয় বিদ্যালঙ্কার

বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা

মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন

৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন, কোলকাতা-৭০০০০৬

Scanned by CamScanner

প্রকাশক ঃ
নারদ পণ্ডিত
উপ-প্রধান, বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা
৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন
কোলকাতা ৭০০০০৬

সম্পাদক ঃ
ডঃ উদয় বিদ্যালঙ্কার

সহ-সম্পদাক ঃ
আচার্য যোগেশ শাস্ত্রী

Pdf.By.Bshwajit arya

ব্যবস্থাপক ঃ
সমীরণ আর্য

অক্ষর বিন্যাস ঃ
শ্যামল পাল
কোলকাতা-৬

Scanned by CamScanner

প্রাচীন গীতা

মহাভারত জগতের অন্যতম উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। গীতা ভারতের ভীষ্ম পর্বের অংশ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস মহাভারতের রচয়িতা বলিয়া কথিত। প্রাচীন কালে মূল মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা ছিল ৮৮০০; মহাভারতের আদি পর্বেই ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্তমান মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা-১ লক্ষ ৭ হাজার ৩ শত ৯৯। নানা সময়ে নানা ভাবে মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহাভারতের অংশরূপে গীতার কলেবর ও মহাভারতের সঙ্গে সঙ্গে ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। গীতার মধ্যে যেমন পরস্পর বিরোধী শ্লোক আছে, নানা সম্প্রদায়িক মতও তেমনই আছে। গীতা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসাবাদ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতবাদে গীতা পরিপূর্ণ। গীতার শ্লোক সংখ্যা ৭০০। ইহার মধ্যে প্রাচীন মূল গীতার শ্লোক কোন কোন গুলি, ইহা জানিবার জন্য পণ্ডিতেরা বহুদিন হইতেই গবেষণা করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি বালী দ্বীপে প্রাচিনকালের সেই প্রকৃত গীতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ইহার শ্লোক সংখ্যা মাত্র ৭০। ভারত মহাসাগরের মধ্যে যবদ্বীপের নিকটেই বালীদ্বীপ অবস্থিত। বাল্মীকি রামায়ণের কিষ্কিন্ধা কাণ্ডে এই যবদ্বীপের উল্লেখ আছে। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা তথাকার হিন্দুরাজাদেরই অধীনে ছিল, পরে আরবদেশের

Scanned by CamScanner

মুসলমানেরা আসিয়া ইহা দখল করে। এখানে বৌদ্ধ মুসলমান বা খৃষ্টানের মধ্যে হিন্দু আচারই প্রবল। এখানে ব্রাহ্মণদের গৃহে এখনও হিন্দুর বহু সংস্কৃত গ্রন্থের পঠন পাঠন হয়। ডাঃ নরহর গোপাল সরদেসাই মহোদয় সর্বপ্রথম এখানের ৭০ শ্লোকের গীতার অনুসন্ধান পাইয়া "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকার জুলাই (সন্ ১৯১৪) সংখ্যায় The Bhagabat Geeta from the island of Bali অর্থাৎ বালীদ্বীপ হইতে ভগবদ্গীতা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বালীদ্বীপের রাজধানী বুলেলাং হইতে তিনি অদূরে করঙ্গ আসেম নামক এক বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। করঙ্গ আসেমের রাজা জনৈক হিন্দু। ব্রাহ্মণদের নাম সেখানে পাণ্ডা। পাণ্ডাদের গৃহে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সুরক্ষিত আছে। রাজার পুস্তকালয়েও বহু ভাষার বহু গ্রন্থ তিনি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বালীদ্বীপের হিন্দুরা বলে যে, যখন ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইল, তখন বাহুরাহু নামক যবদ্বীপের জনৈক ব্রাহ্মণ বহু শাস্ত্র গ্রন্থ সঙ্গে করিয়া বালী দ্বীপে আত্মরক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে মহাভারতের আদি, বিরাট, ভীষ্ম, মুষল, অস্থানিক, স্বর্গারোহন, উদ্যোগ ও আশ্রমবাসী এই আটটি পর্ব ছিল। অবশিষ্ট পর্বগুলি যবদ্বীপেই থাকিয়া গেল। ডাঃ দেসাই মহোদয় কৌতুহলবশতঃ রাজ লাইব্রেরীর ভীষ্ম পর্বের গীতা অংশ দেখিতে চাহিলেন। ভীষ্মপর্ব তালপাতার ১৪ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ২ ইঞ্চি প্রস্থ পুস্তকে

Scanned by CamScanner

লিখিত। কেন্দ্রস্থলে সূত্রের গ্রন্থি আছে। বঙ্গদেশে যেমন সংস্কৃত ভাষা বঙ্গ লিপিতে লিখিত হয়, যবদ্বীপ তেমনই কবি লিপিতে লিখিত হয়। সেখানের ব্রাহ্মণদের সাহায্যে তিনি ভীষ্ম পর্ব হইতে গীতা অংশ উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই গীতায় মাত্র ৭০ টি শ্লোক, কিন্তু ইহাতে প্রচলিত ৭০০ শ্লোকী গীতার যাবতীয় বিষয় অতি সামঞ্জস্যের সঙ্গে সন্নিবেশিত আছে। অন্যদিকে এই ৭০ টি শ্লোক, প্রচলিত গীতার ৭০০ শ্লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়। ৭০০ শ্লোকী গীতা দ্বিরুক্তি ও বাহুল্যবর্ণন দোষে দুষ্ট। ৭০ শ্লোকী গীতার এসব দোষ হইতে একরূপ মুক্ত। জগতের বিভিন্ন পণ্ডিতেরা এই গীতা পরীক্ষা করিয়া ইহার প্রাচীনতা ও অনাবিলতা উপলব্ধি করিয়াছেন। তাহাদের বিশ্বাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস প্রণীত মূল প্রাচীন মহাভারতের। ইহাই মূল প্রাচীন গীতা অংশ। সেই গীতার মূল ও বঙ্গানুবাদই নিম্নে উদ্ধৃতকরিলাম।

দৃষ্টেবমান্ স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসন সমুপস্থিতম্।

ন চ শ্রেয়োऽনু পশ্যামি হত্বা স্বজন মাহবে।

ন কাংক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ।।১।।

অর্থ—(অর্জুন বলিলেন) হে কৃষ্ণ! এই সকল স্বজনকে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়া যুদ্ধে স্বজনগণকে হত্যা করিলে আমাদের যে ভাল হইবে এরূপ বোধ হইতেছে না। কৃষ্ণ! আমি বিজয় চাই না, রাজ্য চাই না, সুখ ভোগও চাই না। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১

Scanned by CamScanner

শ্লোক ২৮, ৩১, ৩২)।

যদি মাম্ প্রতিকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।।২।।

অর্থ—যদি আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করি এবং প্রতিরোধ না করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যদি অস্ত্র ধারণ পুর্বক আমাকে যুদ্ধে বধ করে, তবে ইহাই আমার পক্ষে অধিকতর কল্যাণপ্রদ। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১ শ্লোক ৪৬)।

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্তত্তিষ্ঠ পরং তপ।। ৩।।

অর্থ—(শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) হে পার্থ! ক্লীবত্বের বশীভূত হইওনা। ইহা তোমার পক্ষে সাজে না। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্র হৃদয়ের উপযুক্ত এই দৌর্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াও। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৩)।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।।৪।।

অর্থ—যাহাদের জন্য শোক করা উচিৎ নয়, তুমি তাহাদের জন্য শোক করিতেছ। আবার মুখে মুখে বড় বড় জ্ঞানের কথাও বলিতেছ। যাহারা পণ্ডিত তাহারা মৃতের জন্য বা জীবিতের জন্য শোক করেন না। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১১)।

Scanned by CamScanner

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র না মুহ্যতি ।।৫।।

অর্থ—দেহীর এই দেহে যেমন বাল্যাবস্থা, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য লাভ হয়, ততরূপ দেহান্তর প্রাপ্তিও হয়। এজন্য যিনি ধীর তিনি শোকে মুহ্যমান হন না। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৩)।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।

উভয়েরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।।৬।।

অর্থ—যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা হওয়া অসম্ভব এবং যাহার অস্তিত্ব আছে তাহার নাশ হইতে পারে না। এই উভয়ের অন্ত তত্ত্বদর্শিগণই দেখিয়াছেন। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৬)।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।

অনাশিনোঽ প্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।।৭।।

অর্থ—এই দেহ নাশবন্ত, কিন্তু ইহাতে যাহা বাস করে সেই দেহী অর্থাৎ আত্মা নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয়। অতএব, হে ভারত যুদ্ধ কর। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৮)।

য় এনং বেত্তি হন্তারং য়শ্চৈনং মন্যতে হতম্।

উভৌতৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি না হন্যতে।।৮।।

অর্থ—যে এই আত্মাকে হন্তা মনে করে এবং যে ইহাকে হত মনে করে তাহারা উভয়েই প্রকৃত তত্ত্বকে জানে না।

Scanned by CamScanner

(ভগবদ্গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৯)।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন নিকম্পিতুমর্হসি।

ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রে য়োऽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ।।৯।।

অর্থ—স্বধর্মের বিবেচনায়ও তোমার বিকম্পিত হওয়া চলিতে পারে না। কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়তর আর কিছুই নাই। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৩৯)।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ।।১০।।

অর্থ—যদি তুমি যুদ্ধে নিহত হও, তবে স্বর্গ লাভ করিবে, আর যদি বিজয় লাভ কর, তবে ধরিত্রী ভোগ করিবে। অতএব হে কুন্তীপুত্র! যুদ্ধার্থে কৃত নিশ্চয় হইয়া উঠিয়া দাঁড়াও। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৩৭)।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোऽস্ত্ব কর্মণি।।১১।।

অর্থ—কর্ম করিতেই তোমার অধিকার, ফলে কখনও নয়। কর্মফলের প্রাপ্তিকে উদ্দেশ্য করিওনা এবং নিষ্কর্মা হইয়াও থাকিও না (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৪৭)।

সিদ্ধ্যসিদ্ধয়োঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

শ্রুতি বিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগম্ বাপ্স্যসি।।১২।।

Scanned by CamScanner

অর্থ—সাফল্য ও নিষ্ফলতা উভয়কেই সমান ভাবিয়া কর্ম কর। এই সমজ্ঞানই যোগ বলিয়া কথিত হয়। বেদের নামে নানা প্রকারের কর্মে বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন সমাধিবৃত্তিতে স্থির ও নিশ্চল হইবে তখন তুমি যোগ লাভ করিবে। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৪৮, ৫৩)।

প্রজাহাতি য়দা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মান্যেবাত্মনাঃ তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞাস্তদোচ্যতে।।১৩।।

অর্থ—হে পার্থ! যখন যোগী মানসিক সকল কামনাকে বিসর্জন দিয়া আত্মা দ্বারা আত্মাতেই তুষ্ট থাকেন তখন তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৫৫)।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।১৪।।

অর্থ—যাহাদের মন দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, সুখে যাহার স্পৃহা নাই, যিনি রাগ, ভয় ও ক্রোধের অতীত হইয়াছেন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলিয়া কথিত হন। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৫৬)।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোऽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।।১৫।।

অর্থ—যিনি পান ভোজন সুখাদি লাভের সুযোগ পান না সেই, নিরাহারী মনুষ্যও বিষয় ত্যাগ করে, কিন্তু বিষয় তাহার নিকট, হইতে দূরে থাকিলেও তাহার বিষয় ভোগের বাসনা

Scanned by CamScanner

বিদ্যমান থাকে। তবে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইলে বাসনা নষ্ট হয়। (ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৫৯)।

য়া নিশা সর্বভুতানং তস্যাং জাগর্তিসংয়মী।
য়স্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ।।১৬।।

অর্থ—যাহা সর্বজীবের রাত্রি তাহাতে সংযমী জাগ্রত থাকেন এবং যাহাতে সর্বজীব জাগ্রত, পরমাত্মার স্বরূপ দ্রষ্টা মুনির পক্ষে তাহা রাত্রি। (ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৬৯)।

দেবান্ ভাবয়তানেন তেদেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যর্থ ।।১৭।।

অর্থ—যদি দেবতাদিগকে যজ্ঞ কর্ম দ্বারা প্রসন্ন কর তবে তাহারা খুশী হইয়া তোমার কল্যাণ করিবে। এই প্রকার একে অন্যের সন্তুষ্ট করিলে পরম কল্যাণকে লাভ করিবে। (ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১১)।

য়জ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা য়ে পচন্ত্যাত্ম কারণাৎ ।।১৮।।

অর্থ—যজ্ঞাদিবশিষ্ট ভাগ যিনি ভোজন করেন সেই সাধু পুরুষ সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন কিন্তু যাহারা কেবল নিজের নিমিত্তই অন্ন পাক করে সেই সব পাপী পাপই ভক্ষণ করে। (ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৩)।

Scanned by CamScanner

শ্রেয়ান্‌স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ।।১৯।।

অর্থ—স্বকীয় কঠিন ধর্মও পরকীয় সহজ ধর্ম অপেক্ষা হিতকর। স্বকীয় ধর্মে মরণও কল্যাণ জনক, কিন্তু পরকীয় ধর্ম ভয়ানক। (ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ৩৫)।

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ্য পরন্তপ ।।২০।।

অর্থ—হে অর্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমার সে সব মনে আছে কিন্তু তুমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। (ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫)।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।।২১।।

অর্থ—হে ভারত! যখন যখনই ধর্মের হ্রাস ও অধর্মের বৃদ্ধি হয় তখন তখনই আমি সাধুদের রক্ষা দুষ্টদের নাশ করিবার জন্য নিজেকে সৃজন করি। (মুক্ত পুরুষ তাহা পারেন, শ্রীকৃষ্ণ যখনই উচিৎ মনে করেন তখনই মানুষী শরীর ধারণ করিবেন ইহা তাহার ইচ্ছা)

Scanned by CamScanner

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং য়ো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম ফলে স্পৃহা ।।২২।।

অর্থ—যে মৎসদৃশ যোগীদের দিব্য জন্ম ও কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়াছে সে দেহত্যাগের পর পুনর্জন্মের বন্ধন প্রাপ্ত হয় না, সে আমাকে প্রাপ্ত হয়। কর্ম আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না। আমার কর্ম ফলের স্পৃহাও নাই। (শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ যোগী ছিলেন এবং নিজেকে পরমাত্মায় এতই লীন মনে করিতেন যে পরমাত্মার ভূমিকার কথা বলিতেছেন)। (ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৯, ১৪)।

কর্মণ্যকর্ম য়ঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম য়ঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স য়ুক্তঃ কৃৎস্ন কর্মকৃৎ।।২৩।।

অর্থ—যিনি কর্মের মধ্যে অকর্মকে অর্থাৎ জ্ঞানকে এবং জ্ঞানের মধ্যে কর্মকে সন্দর্শন করেন মনুষ্যের মধ্যে কর্মকে সন্দর্শন করেন মনুষ্যের মধ্যে তিনিই বুদ্ধি মান্, তিনিই যোগী এবং তিনিই যথার্থ কর্মী। (ভগবদ্ গীতা অধ্যায়-৪ শ্লোক ১৮)

য়দৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ।। ২৪ ।।

অর্থ —দৈবযোগে যাহা কিছু প্রাপ্তি হয় তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট, (শীত-উষ্ণ, হর্ষ শোক, সুখ-দুঃখ আদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত

Scanned by CamScanner

এবং সফলতা ও বিফলতাকে যিনি সমভাবাপন্ন তিনি কর্ম করিলেও পাপ পুণ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। (ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ২২)।

দ্রব্যয়জ্ঞাস্তপোয়ক্তা য়োগ য়জ্ঞাস্তথাহ পরে।
স্বাধ্যায় য়জ্ঞান য়জ্ঞাশ্চ য়তয়ঃ সংশিত ব্রতাঃ ।।২৫।।

অর্থ—তীক্ষ্ণ ব্রতধারী য়তিদের মধ্যে কেহ দ্রব্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, কেহ তপযজ্ঞের কেহ যোগ যজ্ঞের এবং অপরে অধ্যায় বা জ্ঞান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। (ভগবদ্ গীতা অধায় ৪ শ্লোক ২৮)।

সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।
তদ্বিদ্বি প্রণিপাতেন পরি প্রশ্নেন সেবয়া ।।২৬।।

অর্থ—হে পার্থ। জ্ঞানে গিয়া সর্ব প্রকার কর্মেরই পরিসমাপ্তি হয়। জ্ঞানী পুরুষকে প্রণাম করিয়া, বার বার প্রশ্ন করিয়া এবং সেবা করিয়া সেই জ্ঞানকে প্রাপ্ত হও। (ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৩, ৩৪)

সন্ন্যাসঃ কর্ময়োগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম সন্ন্যাসাৎ কর্ময়োগো বিশিষ্যতে।।২৭।

অর্থ—সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। (ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৫ শ্লোক ২)।

Scanned by CamScanner

যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরোণাধিগচ্ছতি।

সর্বভূতাত্ম ভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে।।২৮।।

অর্থ—যোগযুক্ত মুনি শীঘ্রই ব্রহ্মলাভ করেন, জীব মাত্রকে তিনি আত্মতুল্য অবলোকন করেন এবং কর্মে বিরত থাকিয়াও তিনি কর্মে লিপ্ত হন না। (ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৫ শ্লোক ৬,৭)।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।

আত্মৈব হ্যাত্মানো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ।।২৯।।

অর্থ—নিজেই নিজের উন্নতি সাধন করিবে, অবনতি রোধ করিতে হয়। কারণ মনুষ্য নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু। (ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৫ শ্লোক ৫)।

য়োগী য়ুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।

একাকী য়তচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।।৩০।।

অর্থ—যোগী একাকী থাকিয়া, গুপ্তস্থানে বাস করিয়া, বিষয় বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া এবং কাহারও সাহায্য না লইয়া পরমাত্মার সহিত আত্মার সংযোগ করিবে। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক ১০)।

সমং কায়শিরো গ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।

সংপ্রেক্ষ নাসিকাগ্রং স্বংদিশশ্চানবলোকয়ন্।।

য়থা দীপো নিবাতস্থো নেগন্তে সোমপাস্মৃতা ।।৩১।।

অর্থ—যোগী শরীর, মস্তক ও গ্রীবা স্বাভাবিক রূপে স্থির

রাখিয়া, অচঞ্চল হইয়া এবং অন্য কোনও দিকে না চাহিয়া স্বীয় নাসিকাগ্রে উত্তমরূপে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া শরীরকে এমন অচল করিয়া রাখিবে, যেমন দীপ নির্বাত স্থলে নিশ্চল থাকে। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক ১৩, ১৯)।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি য়োऽর্জুন।
সুখং বা য়দি বা দুঃখং স য়োগী পরমো মতঃ ।। ৩২।।

অর্থ—হে অর্জুন! যে কেহ তুলনায়, সর্বত্র প্রাণীকে নিজের সমান সুখী বা দুঃখী দেখে তাহাকেই পরমযোগী বলিয়া মানা যায়। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক ৩২)।

য়ো মাং পশ্যতি সর্বত্র চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে না প্রণশ্যতি ।। ৩৩।।

অর্থ—যিনি আমাকে (পরমাত্মাকে) সর্বত্র এবং সবকে আমাতে (পরমাত্মাতে) অবলোকন করেন পরমাত্মা তাহাকে নাশ করেন না বা পরমাত্মাকে তিনি নাশ করেন না অর্থাৎ ভুলিয়া যান না। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক ৩০)।

ভূমিরাপোऽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।।৩৪।।

অর্থ—আমার (পরমাত্মার) ভিন্ন ভিন্ন আট প্রকারের শক্তি আছে যথা ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার।

Scanned by CamScanner

আমিই (পরমাত্মা) সমস্ত জগতের রচনা ও প্রলয় সাধন করি। (ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ৪, ৬)।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মনিগণা ইব ।।৩৫।।

অর্থ— হে ধনঞ্জয়! আমার (পরমাত্মা) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, সূত্রে যেমন মণি সকল গ্রথিত থাকে তদ্রূপ আমাতেই সর্ব জগৎ গ্রথিত। (ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ৭)।

রসোঽহমপ্স কৌন্তেয় প্রভাঽস্মি শশিসূর্য়য়োঃ।

প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ।।৩৬।।

অর্থ—হে কৌন্তেয় ! জলে আমিই রস। আমিই চন্দ্র ও সূর্যের প্রভা। সমুদয় বেদের আমিই প্রণব। আকাশে আমিই শব্দ। আমিই পুরুষের পৌরুষ। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ৮)।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।

জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ।।৩৭।।

অর্থ—পৃথিবীতে আমিই পুণ্য সুগন্ধ। আমিই অগ্নির তেজ। আমিই সমুদয় ভূতের জীবন। আমিই তপস্বী দিগের তপ। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ৯)।

বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।

বলংবলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্ ।।৩৮।।

Scanned by CamScanner

অর্থ—আমিই বুদ্ধিমানের বুদ্ধি। তেজস্বীদিগের আমিই তেজ। আমিই বলবান্ দিগের কামরাগবর্জিত বল। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১০, ১১)।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনা সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ।।৩৯।।

অর্থ—হে ভরতর্ষভ অর্জুন! চারি প্রকারের পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা আমার (পরমাত্মার) ভজনা করেন (১) আর্ত (২) জিজ্ঞাসু (৩) ভোগার্থী এবং (৪) জ্ঞানী। ইহাদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠতম যিনি পূর্ণ জ্ঞানী মহাত্মা, যিনি মনে করেন যাহা কিছু সকলের মধ্যেই বাসুদেব পরমাত্মা বিদ্যমান। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৬, ১৯)।

জরা মরণমোক্ষায় মমাশ্রিত্য য়তন্তি য়ে।
তে ব্রহ্মতদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ।।৪০।।

অর্থ—বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে আমার (পরমাত্মার) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যত্ন করে, সে সেই ব্রহ্মকে, সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম বিদ্যাকে এবং সবকর্মকে অবগত হয়। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৯)।

অন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্তা কলেবরম্।
য়ঃ প্রজাতি স মদভাবং য়াতি নাস্তাত্র সংশয়ঃ ।।৪১।।

Scanned by CamScanner

অর্থ—যে কেহ অন্তিম সময় আমাকে (পরমাত্মাকে) স্মরণ করিয়া শরীর ছাড়িয়া যায় সে আমার মুক্তি প্রাপ্ত হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৫)।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর য়ুধ্য চ।

ময়্যর্পিত মনো বুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্য সংশয়ম্ ।।৪২।।

অর্থ—অতএব সব সময় আমাতে (পরমাত্মাতে) মন ও বুদ্ধিকে অর্পণ করিয়া আমাকেই (পরমাত্মাকেই) স্মরণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিলে নিশ্চিত তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৭)।

সর্বদ্বারাণি সংয়ম্য মনো হৃদি নিরুদ্ধ্য চ।

মুধর্ণ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো য়োগধারণাম্ ।।৪৩।।

অর্থ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি সব দ্বারকে সংযত করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া নিজ প্রাণকে শিরোদেশে উঠাইয়া যোগাভ্যাসে রত হইবে। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১২)।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং য়জ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ।।৪৪।।

অর্থ—হে নিষ্পাপ অর্জুন! তোমাকে আমি এখন ইহার চেয়েও উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানকে শুনাইব। ইহা জানিলে তুমি অশুভ ভাব হইতে মুক্ত হইবে। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক ১)।

Scanned by CamScanner

অহং ক্রতুরহং য়জ্ঞঃ স্বধাऽহমহমৌষধম্।

মন্ত্রোऽহমেবাজ্যমহমাগ্নিরহং হুতম্।

বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম য়জুরেব চ।।৪৫।।

অর্থ—আমিই (পরমাত্মা) ক্রতু (বৃহৎযজ্ঞ) আমিই স্বধা (পিতৃযজ্ঞ), আমিই ঔষধ, আমিই যজ্ঞ, আমিই মন্ত্র, আমিই আজ্য (ঘৃত), আমিই যজ্ঞাগ্নি এবং আমিই আহুত দ্রব্য। আমিই জানিবার যোগ্য পবিত্র ওঙ্কার, আমিই ঋক্-যজু-সামবেদ। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক ১৬, ১৭)।

য়ৎ করোষি য়দশ্নাসি য়জ্জুহোষি দদাসি য়ৎ।

য়ৎপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ করুষ্বমদর্পণম্।।৪৬।।

অর্থ—হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা তপস্যা কর, তাহা সবই আমাতে (পরমাত্মাতে) অর্পণ কর। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক ২৭)।

জ্যোতিষামহমংশুমান্ নক্ষত্রাণামহং শশী।।৪৭।।

অর্থ—জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর মধ্যে আমি সূর্য এবং নক্ষত্রের মধ্যে আমি চন্দ্রমা (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২১)।

রুদ্রাণাং শঙ্ক রশ্চাস্মি বিত্তেশো য়ক্ষরক্ষসাম্।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং মেরুঃ শিখরিণামহম্।।৪৮।।

অর্থ—রুদ্রদের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে অমি কুবের, মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু এবং পর্বত সমুহের মধ্যে

Scanned by CamScanner

আমি মেরু। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২৩, ২৫)।

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাং চ নারদঃ।
উচ্চৈঃ শ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ।।৪৯।।

অর্থ—সব বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিদের মধ্যে আমি নারদ, অশ্ব সমূহের মধ্যে আমি উচ্চৈঃশ্রবা জানিও এবং সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে আমি কপিল। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২৬, ২৭)।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্।
আয়ু ধানামহং বজ্রং সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ।।৫০।।

অর্থ—গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমি ঐরাবত, নরগণের মধ্যে আমি রাজা, অস্ত্র সমূহের মধ্যে আমি বজ্র এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২৭, ২৮)।

বরুণো য়াদসামহম্ য়মঃ সংয়মতামহম্।
প্রহ্লাদঃ সর্বদৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।।৫১।।

অর্থ—জলচরগণের মধ্যে আমি বরুণ, শাসকদের মধ্যে আমি যম, দৈত্যদের মধ্যে আমি প্রহল্লাদ এবং গণণাকারীদের মধ্যে আমি কাল। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২৯, ৩০)।

মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোऽহং বৈণতেয়শ্চ পক্ষিণাম্।
অক্ষরাণামকারোऽস্মি রামঃ শস্ত্রসু ভৃতাহম্।।
মাসানাং মার্গশীর্ষোऽহমৃতূণাং কুসুমাকরঃ।।৫২।।

Scanned by CamScanner

অর্থ—পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষীদের মধ্যে আমি গরুড়, অক্ষর সমূহের মধ্যে আমি 'অ'কার, শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি রাম, মাস সমূহের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) এবং ঋতুগণের মধ্যে আমি বসন্ত। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৫)।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পান্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ।।৫৩।।

অর্থ—বৃষ্ণীবংশে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি অর্জুন, মুনিদের মধ্যে আমি ব্যাস এবং কবিদের মধ্যে আমি উশনা। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ৩৭)।

"ঔষধিণাম্"।
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপঃ ।।৫৪।।

অর্থ—হে পরন্তপ! আমার (পরমাত্মার) দিব্য বিভূতি সকলের অন্ত নাই। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ৪০)। প্রথম চরণের "ঔষধিণাম্" মাত্র এই শব্দটীই আছে, ইহা বর্তমান গীতার কোথাও নাই)।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।।৫৫।।

অর্থ—হে পার্থ! তুমি আমার (পরমাত্মার) শত-শত, সহস্র সহস্র প্রকারের নানাবিধ, নানাবর্ণের ও নানা আকৃতির দিব্য রূপ

Scanned by CamScanner

সকল দর্শন কর। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৫। পরমাত্মা শুধু চন্দ্রমায় বা অশ্বত্থ বৃক্ষে নয় তাহার অধিষ্ঠান সর্বত্র, ইহাই হৃদয়ঙ্গম কর)।

ন তু মাং শক্ষ্যসে দ্রষ্ট মনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্যমে য়োগমৈশ্বরম্।।৫৬।।

অর্থ—পরন্তু আমাকে (পরমাত্মাকে) তুমি এই চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখিতে পারিবে না। এজন্য তোমাকে আমি জ্ঞান চক্ষু দিতেছি। এখন আমার যোগের ঐশ্বর্যকে দর্শন কর। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৮)।

অনেক বক্ত্র নয়নমনেকাদ্ভূত দর্শনম্।
অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্।।৫৭।।

অর্থ—তাহার অনেক মুখ, অনেক নয়ন এবং দেখিতে অদ্ভূত প্রকার। তাহার অনেক দিব্য আভরণ ও অনেক উদ্যত দিব্য আয়ুধ সকল বিদ্যমান। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ১০)।

য়থা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ, সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোক বীরাঃ বিশন্তি বক্ত্রা-
ণ্যভিবিজ্বলন্তি ।।৫৮।।

অর্থ—(অর্জুন স্তব করিতেছেন) যেমন নদী সকলের জল প্রবাহ একমাত্র সমুদ্রের অভিমুখেই ধাবিত হয় তদ্রূপ এই নরলোকের বীরগণ জ্বলিতে, জ্বলিতে তোমারই বদনবিবর সমূহে

Scanned by CamScanner

প্রবেশ করিতেছেন। (ভগবদ্‌গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ২৮)।

য়থা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গ বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি
বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ।।৫৯।।

অর্থ—যেমন পতঙ্গকুল মরিবার নিমিত্ত প্রদীপ্ত অগ্নিতে অতিবেগে প্রবেশ করে। তদ্রূপই লোকসকল মরিবার নিমিত্ত দ্রুতগতিতে তোমারই মুখে নিশ্চয়ে প্রবিষ্ট হইতেছে। (ভগবদ্‌গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ২৯)।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ নমঃ
পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে ।।৬০।।

অর্থ—তুমি এইরূপ উগ্ররূপযুক্ত কে তাহা আমাকে বল; মনে হয় লোক সমূহকে ধ্বংস করিতেপ্রবৃত্ত হইয়াছে। তোমাকে নমস্কার! সহস্রবার নমস্কার! তোমার সম্মুখে নমস্কার! তোমার পশ্চাতেও নমস্কার। (ভগবদ্‌গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৩১, ৩২, ৩৯, ৪০)।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবান্ অসি মাং য়থা ।।৬১।।

অর্থ—(হে অর্জুন!) আমার (পরমাত্মার) যে অদ্ভূত রূপকে

Scanned by CamScanner

তুমি দেখিলে তাহা এমন যে শুধু বেদপাঠে, তপ দ্বারা, দান দ্বারা বা যজ্ঞ দ্বারা দেখা যায় না। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৫৩)।

মৎ কর্ম কৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু য়ঃ স মামেতি পাণ্ড ব।।৬২।।

অর্থ—হে পাণ্ডব! যিনি শুধু আমার (পরমাত্মার) জন্যই কর্ম করে, আমাকেই (পরমাত্মাকেই) সার মনে করে, সাংসারিক পদার্থে অনাসক্ত, সর্বভূতে যিনি বৈরভাব বিসর্জন করেন, তিনিই আমাকে (পরমাত্মার) প্রাপ্ত হন। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক)।

য়থা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।।৬৩।।

অর্থ—যেমন সর্বান্তর্গত আকাশ সূক্ষ্মাত্ব বশতঃ কিছুর সহিতই লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ দেহের সর্বত্র অবস্থিত আত্মা (পরমাত্মা) দেহের সহিত লিপ্ত হয় না। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক ৩২)।

য়থা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ।।৬৪।।

অর্থ—হে ভারত! যেমন একই সূর্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত করেন তদ্রূপ একই ক্ষেত্রী (পরমাত্মা) সমস্ত ক্ষেত্রকে

(ব্রহ্মাণ্ডকে) উজ্জ্বল করিয়া রাখেন। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক ৩৩)।

সত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মাণি ভারত।
জ্ঞানং আবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত।।৬৫।।

অর্থ—হে ভারত! সত্বগুণ সুখানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে, রজোগুণ কর্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া আলস্যে প্রবৃত্ত করে। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক ৯)।

ঊর্দ্ধ গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্য গুণ বৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ।।৬৬।।

অর্থ—সত্ব গুণাবস্থিত ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন, রজোগুণাবস্থিতগণ মধ্য গতিলাভ করেন এবং তমো গুণাবস্থিত গুণের অধোগতি লাভ হয়। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১৪/১ ৮)।

সম দুঃখ-সুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ঠাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্য নিন্দাত্ম সংস্তুতিঃ।।৬৭।।
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারি পক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।।৬৮।।

অর্থ—যাহার পক্ষে সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান, লোষ্ট্র কাঞ্চনে কোন ভেদ নাই, প্রিয় ও অপ্রিয় সমতুল্য, যিনি চির আত্মস্থ, ধীর এবং স্বীয়ং নিন্দা ও স্তুতিতে সমভাব, যিনি মান ও

Scanned by CamScanner

অপমান সমান ভাবেন, মিত্র এবং স্বপক্ষীয় গণকে অভিন্ন দেখেন এবং কোনও বিষয়ের কর্তৃত্বাভিমান রাখেন না, তিনিই ত্রিগুণাতীত বলিয়া কথিত হন। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক ২৩, ২৪)।

মাঞ্চ যোऽব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।।৬৯।।

অর্থ—যিনি অবিচলিত ভাবে ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকে (পরমাত্মাকে) উপাসনা করেন, তিনি সম্যক্প্রকার এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া মুক্তি লাভ করেন। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক ২৬)।

সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষায়িষ্যামি মা শুচঃ ।।৭০।।

অর্থ—(যাহা তুমি ধর্ম বলিয়া ভাবিতেছ এরূপ) সব ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার (পরমাত্মার) শরণ লও। আমি তোমাকে সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি দান করিব। তুমি চিন্তা করিও না। (ভগবদ্গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৬)।

Pdf.By.Bshwajit arya

Scanned by CamScanner

পরিশিষ্ট

ডঃ বালকৃষ্ণ মহাভারতে বর্ণিত গ্রহণ গুলোর ওপর কাজ করেছেন;যার মধ্যে সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ দুই-ই স্থান পেয়েছে। এই কাজের জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন লর্ড স্টার ওয়্যার। সাধারণভাবে এক বা ১০০ বছরের মধ্যে ২৪০টি সূর্যগ্রহণ ও ১৫০টি চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে। ডঃ বালকৃষ্ণনের হিসাব অনুসারে বিগত ৩৩০০খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে ৭০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যে প্রায় ৬০০০টি সূর্যগ্রহণ, ৪০০০টি চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে। তবে এর মধ্যে যেগুলো ভারত থেকে, বা আরও বিশেষভাবে কুরুক্ষেত্র থেকে দৃশ্য ছিল, শুধু সেইগুলোই বালকৃষ্ণন অধ্যয়ন ও আলোচনা করেছেন। এই গ্রহণগুলোর মধ্যে ৬৭২টি ছিল যুগ্মগ্রহণ, অর্থাৎ একটি সূর্যগ্রহণ ও একটি চন্দ্রগ্রহণ। এই গ্রহণগুলোকে যুগ্ম বলে। কারণ কোন পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হলে তার পরবর্তী অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ অথবা অমবস্যায় সূর্যগ্রহণ হলে তার পরের পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয়।

মহাভারতের আট জায়গায় সূর্যগ্রহণের উল্লেখ আছে। এর মধ্যে প্রথম সূর্য গ্রহণটির উল্লেখ আছে সভা পর্বে। দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণটির উল্লেখ আছে উদ্যোগপর্বে এবং ভগবান্ শ্রী কৃষ্ণের হস্তিনাপুর থেকে ফেরার সময় কর্ণ এই গ্রহণটির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ সূর্যগ্রহণটি ঘটে

শল্যপর্বে এবং এই গ্রহণটির আগে ও পরে একটি করে চন্দ্রগ্রহণ হয়, অর্থাৎ এক চন্দ্র মাসের মধ্যে তিনটি গ্রহণ হয়। অনেকে মনে করেন যে, এই গ্রহণটি ছিল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ এবং যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে এই গ্রহণটি হয়েছিল এবং একেই শ্রী কৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে ঢেকে ফেললেন এই রূপকের মাধ্যমে মহাভারতে বলা হয়েছে।

মহাকাব্য মহাভারতে আরও কিছু কিছু বিষয় আছে যা অনেকেরই জানা নেই। প্রথমেই বলা দরকার যে এক লক্ষ শ্লোকের যে মহাভারত আজ আমরা দেখি তা শ্রী কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের লেখা নয়। ব্যাসদেব প্রথমে মাত্র ৮, ৮০০ শত শ্লোকের এক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তখন তার নাম ছিল জয়। তারপর ঋষি বৈশম্পায়ন তাকে বাড়িয়ে ২৪, ০০০ হাজার শ্লোকের গ্রন্থে পরিণত করেন এবং তখন তার নাম হয় ভারত। এরপর লোমহর্ষক সারথী (সূত) এর পুত্র সৌতি তাকে ১ লক্ষ শ্লোকের এক বিশাল গ্রন্থে পরিণত করেন এবং তখন তার নাম হয় মহাভারত।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নির্ণয়

ডা. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

সৌজন্যে-বিশ্বহিন্দু বার্ত্তা, আষাঢ় ১৪১৩

শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা সম্বন্ধে বিভিন্ন পন্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন মত দেখতে পাওয়া যায়। গীতার শ্লোক সম্পর্কেও দ্বিমত অনেকেরই।

Scanned by CamScanner

পঞ্জিকায় সাতটি শ্লোকের উল্লেখ আছে। ১৯১৪ খ্রীং বালী দ্বীপ হতে প্রাপ্ত ৭০ (সত্তর) শ্লোকের গীতা দেখতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত ৭৫৪ শ্লোক ও ৭০০ শ্লোকের প্রচলিত গীতা বর্তমানে বহুল প্রচারিত।

কঠোপনিষদের ১, ২, ৬২৫ শ্লোক সামান্য পরিবর্তন আনতে গীতায় ৮ ও ১১ শ্লোকে রূপান্তরিত করা হইয়াছে, ঈশ উপনিষদের ৫শ্লোক গীতায় ১৩।১৬, ৬।২৯, শ্লোক করা হইয়াছে। মুন্ডক উপনিষদের ২, ১, ২ শ্লোকের সহিত গীতায় ১৩।১৫ শ্লোক সাদৃশ্য আছে। কঠোপনিষদের চারটি শ্লোক ২।৭, ১৫, ১৮, ১৯ গীতার ৮।১১, ২।২০, ২।২৯ শ্লোক, উক্ত সাদৃশ্য যুক্ত বা সমানার্থক শ্লোক আরো উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

গীতায় শ্লোক সংখ্যা	প্রচলিত গীতায়
ধৃতরাষ্ট্র কথিত- ১	১
সঞ্জয় উবাচ - ৬৭	৪০
অর্জুন উবাচ - ৫৭	৮৪
কৃষ্ণ উবাচ - ৬২০	৫৭৫
৭৪৫ শ্লোক	৭০০ শ্লোক

সাধারণত গীতায় দুইটি গীতা মাহাত্ম্য দেখা যায়। তন্মধ্যে যেটি বৃহৎ সেইটি বৈষ্ণবীয় তন্ত্রানুসারে উক্ত। ইহাতে ৮৫ টি

শ্লোক আছে। স্বামী কৃষ্ণানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত গীতা উক্ত মাহাত্ম্যটি সানুবাদ প্রদত্ত। আর যেটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং ২৩টি শ্লোকে সমাপ্ত, এটি কারো কারো মতে বরাহ পুরানোক্ত, দক্ষিণ ভারতে ২৬টি অধ্যায়ের গীতা অধিক প্রচার।

Scanned by CamScanner

আর্য সমাজের দশ নিয়ম

(১) সব সত্যবিদ্যা এবং যে পদার্থ বিদ্যা দ্বারা জানা যায় যে সকলের আদি মূল পরমেশ্বর।

(২) ঈশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরাকার, নির্বিকার, সর্বশক্তিমান ন্যায়কারী, দয়ালু, অজন্মা, অনন্ত, অনাদি, অনুপম, সর্বাধার সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্য্যামী, অজর, অমর, অভয় নিত্য পবিত্র ও সৃষ্টিকর্তা। তাঁহারই উপাসনা করা যোগ্য।

(৩) বেদ সব সত্য বিদ্যার পুস্তক। বেদের পঠন-পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ সব আর্যের পরম ধর্ম।

(৪) সত্য গ্রহণে ও অসত্য পরিত্যাগে সদা উদ্যত থাকা উচিৎ।

(৫) সব কাজ ধর্মানুসারে অর্থাৎ সত্য ও অসত্য বিচারপূর্বক করা উচিৎ।

(৬) সংসারের উপকার করা এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি করা।

(৭) সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্বক ধর্মানুসার যথাযোগ্য ব্যবহার করা উচিৎ।

(৮) অবিদ্যার নাশ ও বিদ্যার বৃদ্ধি করা উচিৎ।

(৯) প্রত্যেককে নিজের উন্নতিতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ নয়, কিন্তু সবার উন্নতিতে নিজ উন্নতি বোঝা উচিৎ।

(১০) সব মানুষের সামাজিক সর্বহিতকারী নিয়ম পালনে পরতন্ত্র থাকা উচিত এবং প্রত্যেক হিতকারী নিয়মে সবাই স্বতন্ত্র থাকিবে।

Scanned by CamScanner